ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

এখনও অবিবাহিত থাকায় বাবা-মায়ের উপর ক্ষোভ অভিনেত্রী পায়েলের

পৃঃ ৫

লজ্জার হারের পর শামিকে দলে নিতে চাচ্ছে ভারত!

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৩৬ ● কলকাতা ● ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

এ বার মসজিদ তৈরির দাবি দিঘায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সরকারের উদ্যোগে দিঘায় জগন্নাথ ধাম তৈরির আবহে এ বার সৈকত শহরে মসজিদ নির্মাণের দাবিও উঠল। জগন্নাথ মন্দিরের কাজ দেখতে সংক্ষিপ্ত সফরে দিঘায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার দুপুরে ফিরে গিয়েছেন তিনি। জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওল্ড দিঘা বিশ্ব বাংলা পার্কের কাছে জমায়েত করেছিলেন হাজার খানিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ।বিজেপির রাজ্য কমিটির নেতা তপন মাইতির কটাক্ষ, "দেশের আইনে সরকারি উদ্যোগে ধর্মস্থান গড়ে তোলার কথা লেখা নেই। তবু জনগণের টাকায় জগন্নাথ ধাম তৈরি করে অন্য ধর্মের লোকদেরও রাস্তা দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।" মসজিদের বিষয়টি জানা নেই দাবি করে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরির মন্তব্য, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ নিয়ে চলেন। ভাগাভাগির রাজনীতি বিজেপি করে।" এঁরা বেশিরভাগই রামনগর ১ ব্লকের দেউলিহাট এলাকার বাসিন্দা। মসজিদ নির্মাণের জন্য জমির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন তাঁদের প্রতিনিধিরা। তবে আগাম অনুমতি না থাকায় ফিরে যেতে হয় তাঁদের।

নিউ দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের দু'কিলোমিটারের মধ্যেই চড়ুইভাতি কমপ্লেক্সের কাছে সৈকতের গা ঘেঁষে মসজিদ তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। ওই মসজিদ নির্মাণে উদ্যোগী স্থানীয় ট্রাস্টের তরফে আব্দুল সামাদ বলেন, "দিঘায় স্থানীয় উদ্যোগে মসজিদ তৈরির কথা চলছিল। তবে বিষয়টি আর সে ভাবে এগোয়নি।" একটি সংখ্যালঘু সংগঠনের জেলা নেতা নজরুল ইসলামও বলছেন, "২০১২ সাল থেকে দিঘায় মসজিদ তৈরি চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন দফতরে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছিল। তারই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল লোকজন। "সূত্রের দাবি, এর আগে জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী যখন এসেছিলেন, তাঁকে মসজিদ তৈরির বিষয়টি জানানো হয়েছিল। মসজিদ নির্মাণে ২ একর ১১ ডেসিমেল জমি দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ দেবে বলে ওই ট্রাস্টের দাবি। যদিও পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি বলেন, "মসজিদের জন্য জমির বিষয়টি একেবারেই অজানা।" বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন পর্ষদের নবনিযুক্ত এগজিকিউটিভ অফিসার অপূর্বকুমার বিশ্বাসও।

যদিও জগন্নাথ মন্দিরের ক্ষেত্রেই প্রশ্ন উঠেছে, সরকার কি আদৌ নির্দিষ্ট কোনও ধর্মস্থান তৈরি করতে পারে? প্রশাসনের যুক্তি, শুধু মন্দির নয়, এখানে জগন্নাথ ধাম ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। তবে মন্দির তৈরি হতেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মস্থান তৈরির দাবিও জোরালো হচ্ছে। সূত্রের দাবি, বিজেপি প্রভাবিত একটি ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফে দিঘায় রামমন্দির এবং খ্রিস্টানদের তরফে একটি গির্জা তৈরির জন্যও ডিএসডিএ-তে লিখিত আবেদন জমা পড়েছে।

ঘর-হীন আরাবুলকে দেখে শওকত বলছেন 'নাটক'

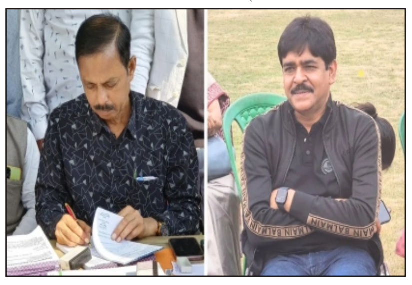

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঘর হারিয়ে রাস্তায় আরাবুল। ভাঙড়ের দাপুটে নেতা আরবুল ইসলামকে খোলা আকাশের নীচে বসে থাকতে দেখে চমকে গিয়েছেন অনেকেই। চেয়ার-টেবিল নিয়ে বাইরে বসে কাজ করছেন আরাবুল। তাঁর দাবি, ১২ বছর ধরে যে ঘরে বসেছেন তিনি, সেই ঘরে আর বসতে পারছেন না। কিছুদিন বিডিও-র ঘরে বসে কাজ করছিলেন, আর বৃহস্পতিবার থেকে বসেছেন রাস্তায়।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভাঙড় নিয়ে কথা হয়েছে বলে জানান তিনি। শওকত বলেন, "ভাঙড় তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভায় যেভাবে লড়াই করেছে, বিধানসভায়ও একই রকমভাবে লড়াই করবে, তার জন্য সবরকম সহযোগিতা আমরা পাব।"

তিনি বোঝাতে চাইলেন আরাবুল কোনও ফ্যাক্টর নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গেই আছেন। কয়েকদিন আগেই আরাবুল জোর গলায় বলেছিলেন দলের ২০০ শতাংশ সাপোর্ট তাঁর সঙ্গে আছে। তারপর শওকতের এই ব্যাখ্যা। আরাবুল সওকাতের এই কাজিয়ার রেশ কতদিন চলে এখন সেদিকেই তাকিয়ে ভাঙড়ের রাজনৈতিক মহল।আরাবুলের এই পরিস্থিতি দেখে বিধায়ক শওকত মোল্লা বললেন, 'নাটক'।

আরাবুল-শওকত বিরোধ সামনে এসেছে বারবার। আরাবুলের সেই দাপট এখন আর নেই, এমনটাই মনে করেন এলাকার রাজনীতিকরা। আর এবার সরাসরি আরাবুলকে কটাক্ষ করলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা। তিনি বলেন, "নাটক করছে, নিজের কয়েকজন পেটুয়াদের দিয়ে কাগজ নিয়ে এসে সই করে ফেসবুকে পোস্ট করছে, লজ্জা শরম বলে কিছু নেই"।

বৃহস্পতিবার ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতিতে নিজের ঘর না পেয়ে বাইরে বেরিয়ে ফাঁকা আকাশের নীচে চেয়ার টেবিল পেতে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে দেখা গিয়েছে আরাবুলকে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ভাঙড় বিজয়গঞ্জ বাজারে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা করেন শওকত। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরাবুলকে কটাক্ষ করেন তিনি।

RG Kar: সব দায় সিবিআইয়ের! সন্দীপ-অভিজিৎ জামিন পেতেই বড় আন্দোলনের ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঘর হারিয়ে রাস্তায় আরাবুল। ভাঙড়ের দাপুটে নেতা আরবুল ইসলামকে খোলা আকাশের নীচে বসে থাকতে দেখে চমকে গিয়েছেন অনেকেই। চেয়ার-টেবিল নিয়ে বাইরে বসে কাজ করছেন আরাবুল। তাঁর দাবি, ১২ বছর ধরে যে

এরপর ৩ পাতায়

পাক জঙ্গি সংগঠন জয়েশ-ই-মহম্মদ মাথাচাড়া দিচ্ছে বাংলাতেও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে এবার পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনের যোগ একেবারে এপার বাংলায়। পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সংগঠনের যোগ পেল আরামবাগের মায়াপুরের সানা পাড়া এলাকায়। এই এলাকার বাসিন্দা সেখ সাইফুদ্দিন আলির ছেলে সেখ সাবিরউদ্দিন আলি এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বলে জানতে পেরেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ। প্রসঙ্গত, পাকিস্থানের জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের ভারতের বড় নেতা সেখ সুলতান সালাউদ্দিন আয়ুবি। ইতিমধ্যেই তাঁকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। তাঁকে জিজ্ঞাদাবাদ করেই সাবিরউদ্দিনের নাম সামনে এসেছে বলে জানা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে এনআইএ-এর একটি টিম হঠাৎই সাবিরউদ্দিনের বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে একটি ল্যাপটপ, কিছু টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিসও দিয়ে আসা হয়।

নোটিস পেয়েই সাবিরউদ্দিন ও তাঁর বাবা সাইফুদ্দিন শুক্রবার সকালেই কলকাতার অফিসে হাজিরা দিতে চলে যান। এদিকে খবর চাউর হতেই এলাকায় রীতিমতো

এরপর ৩ পাতায়

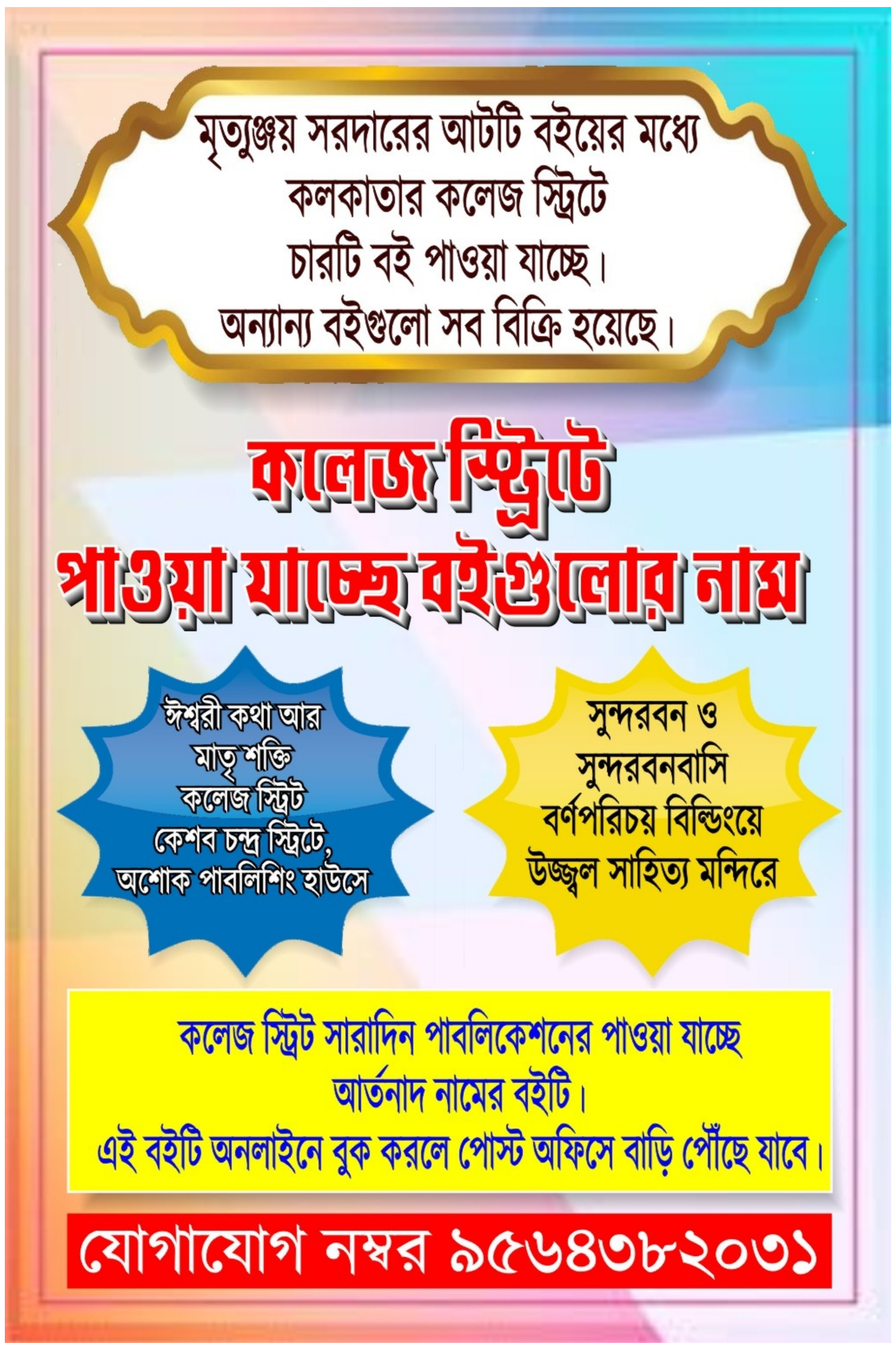

বিবিসি'র রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের অর্থনীতি বিপজ্জনক অবস্থায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল ভারতের অর্থনীতি ভয়াবহ অবস্থায় আছে। সর্বশেষ সেখানে যে জিডিপ্পির তথ্য পাওয়া গেছে তাতে এমন চিত্রই ফুটে উঠেছে।

ভারতীয় সাংবাদিক সৌতিক বিশ্বাস্ওইন দ্য ফাস্টেস্ট-গ্রোয়িং বিগ ইকোনমি লুজিং স্টেমগ্ব শীর্ষক প্রতিবেদনে এ কথাই বলেছেন।

তিনি লিখেছেন, সর্বশেষ জিডিপ্পির যে সংখ্যা পাওয়া গেছে তাতে ভারতের এক ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশটির অর্থনীতি সেভেন-কোয়ার্টারে কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫.৪ ভাগ।

অথচ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) এই সংখ্যা শতকরা ৭ ভাগ বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল। ফলে ওই সময়ে আরবিআইয়ের পূর্বাভাসের চেয়ে অনেক কম জিডিপি অর্জিত হয়েছে।

যদিও এই চিত্র উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এখনো শক্তিশালী। তবুও এই জিডিপি অর্থনীতি ধীরগতির হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এর জন্য বিভিন্ন কারণকে শনাক্ত করেছেন অর্থনীতিবিদরা।

এর মধ্যে ভোক্তাদের চাহিদা দুর্বল হয়েছে বা কমে গেছে। কয়েক বছর ধরে বেসরকারি বিনিয়োগ কমেছে। সরকারি খরচের খাত একটি অত্যাবশ্যকীয় চালিকাশক্তি।

তবে তা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পিছিয়ে নেয়া হয়েছে। ভারতের পণ্য রপ্তানি দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই করছে। তাদের বৈশ্বিক রপ্তানি ২০২৩ সালে এসে দাঁড়ায় শতকরা মাত্র ২ ভাগ।

ফাস্ট-মুভিং কনজ্যুমার গুডস (এফএমসিজি) বিষয়ক কোম্পানিগুলো তাদের রিপোর্টে বলছে, তাদের বিক্রি কমেছে। প্রকাশ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য করে তাদের বেতন বিষয়ক বিল গত তিন মাসে সংকুচিত হয়েছে।

এর আগে সমালোচিত আরবিআই ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য প্রবৃদ্ধি শতকরা ৬.৬ ভাগ অর্জন হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। অর্থনীতিবিদ রাজেশ্বরী সেনগুপ্ত বলেছেন, এটা স্পষ্ট যে, অর্থনীতিতে পরিষ্কারভাবে স্লোডাউন বা ধীরগতি দেখা দিয়েছে।

একই সঙ্গে (ভোক্তাদের) চাহিদা একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। তবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন অর্থনীতির একটি উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন।

গত সপ্তাহে তিনি বলেছেন, অর্থনীতির এই পতন ধারাবাহিক নয়। কিন্তু নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি দেয়ার সময়ে সরকারি ব্যয় কমানোর ফলে এমনটা হয়েছে। তিনি আশা করেন, তৃতীয় চতুর্ভাগে প্রবৃদ্ধি এই পতনকে পুষিয়ে নেবে।

সীতারমন বলেন, নির্দিষ্ট মজুরির ফলে অভ্যন্তরীণ ভোক্তা চাহিদায় প্রভাব ফেলছে। বৈশ্বিক চাহিদাও ধীরগতির হচ্ছে। তাছাড়া আছে কৃষিতে জলবায়ুজনিত বাধা। এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারত সম্ভবত সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে অবস্থান করবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সিনিয়র একজন মন্ত্রীসহ অর্থনীতিবিদ, আরবিআই-এর অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ক গ্রুপের একজন সাবেক সদস্য যুক্তি দেখান যে, মুদ্রাস্ফীতি কমাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা

এরপর ৩ পাতায়

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির হচ্ছে না, হচ্ছে 'দিঘা জগন্নাথ ধাম সংস্কৃতি কেন্দ্র'- শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

যখন মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের কাজের আগ্রগতি দেখছেন তখন বোমা ফাটালেন বিরোধী দোলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু স্পষ্ট বলেন, একটা সেকুলার দেশে কোনো সরকার মন্দির বা মসজিদ গড়তে পারে না। সেটা সরকারের কাজ নয়। শুভেন্দুর কথায়, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে হিন্দুদের টাকায় অযোধ্যায় রাম মন্দির হয়েছে। তাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিংসার রিপু সক্রিয় হয়েছে। উনি ভাবছেন সব ক্রেডিট নরেন্দ্র মোদী নিয়ে নেবেন। তাই মন্দিরের আদলে কিছু তৈরি করতে হবে। কিন্তু নকল করে আসল হওয়া যায় না। মমতাকে বিঁধে শুভেন্দু বলেন, হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে ওঁর কোনও সম্পর্ক নেই। উনি সনাতনী সংস্কৃতি মানেন না। বিধানসভার সামনে দাঁড়িয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সরকারি নথি দেখিয়ে বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন মমতাকে।

শুভেন্দুর দাবি, অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি দেখেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি টাকায় ভাস্কর্য তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকার বলতে উনি একজনই। হিডকো কাজের জন্য যে বরাত দিয়েছে সেই ওয়ার্ক অর্ডারেই লেখা আছে, দিঘায় 'জগন্নাথ ধাম সংস্কৃতি কেন্দ্র' হচ্ছে। কোনও সরকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী ভণ্ডামি, মিথ্যাচার করছেন। সবটা মিলিয়ে মমতা ও শুভেন্দুর বিতর্ক বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

আর থাকতে না পেরে ছুটলেন দিলীপ, সঙ্গে আধা সেনা, কী হচ্ছে সীমান্তে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিশ্ব মঞ্চে মুখ পুড়লেও শোধরাচ্ছে না বাংলাদেশ। রণহুঙ্কার শোনা যাচ্ছে বিএনপি নেতাদের মুখে। কট্টরপন্থীদের থেকে লাগাতার ধেয়ে আসছে ভারত বিরোধী মন্তব্য। পাল্টা প্রতিরোধের বার্তা যাচ্ছে ভারত থেকেও। এদিকে অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় সীমান্তে বিএসএফের টহল। আরও বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। এদিকে বিগত কয়েকদিন ধরে এপার থেকে আক্রমণের ধার অনেকটাই বাড়াতে দেখা গিয়েছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। এবার আসরে দিলীপ ঘোষ। সীমান্তে বিক্ষোভ মিছিল করতে দেখা গেল দিলীপকে। বাংলাদেশের কট্টরপন্থী মৌলবাদীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার বাহাদুর গ্রামপঞ্চায়েতের ভাট পাড়া সীমান্তে অনুগামীদের নিয়ে মিছিল করতে দেখা গেল বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে। দিলীপ ছাড়াও এদিনের মিছিলে ছিলেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী-সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। পা মেলাতে দেখা যায় অনেক গ্রামবাসীদেরও। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই একের পর এক বিএনপি নেতা থেকে কট্টরপন্থী নেতা কলকাতা থেকে সেভেন সিস্টার্স দখলের ডাক দিয়েছেন। এমনকী ভারতের মানচিত্র বদলের হুঁশিয়ারিও এসেছে। ভারতে তৈরি শাড়ি পুড়িয়ে চলেছে ভারতীয় পণয় বয়কটের ডাক। এমনকী যুদ্ধ প্রস্তুতির কথাও শোনা গিয়েছে বিএনপি নেতাদের গলায়। দেশের সমস্ত ছাত্রের হাতে রাইফেল তুলে দেওয়ার কথা বলা হচেছ। স্বাভাবতই উত্তেজনা বাড়ছে সীমান্তে।

শুভেন্দুর গড়ে ৪২টার মধ্যে ৩৯টা আসনেই প্রার্থী দিতে পারল না বিজেপি! নিঃসন্দেহে জয়ের পথে TMC

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মহিষাদল: অধিকারী গড়ে-একটি সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিততে চলেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। মোট ৪২টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩টি তেই আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছিল বিজেপি। মহিষাদলের কালিকাকুণ্ডু বক্সীচক সমবায় সমিতির নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল বুধবার। দিনের শেষে দেখা যায় ৩৯টি আসনে প্রার্থীই দিতে পারেনি বিজেপি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল বিধানসভার লক্ষ্যা- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাকুন্ডু বক্সিচক সমবায় সমিতি আগেও তৃণমূলের দখলে ছিল। চলতি বছরে এই সমবায় সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর মেয়াদ শেষ হয়। ফলে ডিসেম্বরের ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচন ঘোষণা হয়। যার জন্য বুধবার ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন। যেখানে দেখা গেল ৪২টি আসনের মধ্যে মাত্র তিনটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। আর ৪২ টি আসনে প্রার্থী দেয় তৃণমূল।

শুক্রবার রয়েছে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। এখন দেখার বিষয় বাকি তিনটি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কিনা। তৃণমূলের মহিষাদল ব্লকের সভাপতি সুদর্শন মাইতি বলেন, "এর থেকে প্রমাণ হল বিজেপি তার পায়ের তলার মাটি হারিয়েছে। মানুষের থেকেও প্রত্যাখিত হয়েছে বিজেপি। জেলায় একের পর এক সমবায় তৃণমূল যে ভাবে জয়ের মুখ দেখছে, তাতে মানুষ বিজেপির পাশে নেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।"

তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সহ সভাপতি বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা এখন কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন ও সদস্যপত্র গ্রহণ নিয়ে ব্যস্ত। আমরা কিছুদিন আগেই লক্ষ্যা-২ ব্লকের চাঁপভ কৃষি সমবায় নির্বাচনে জয়লাভ করেছি। আমরা এই ভোটটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।"

মহুয়ার মন্তব্যে উত্তাল লোকসভা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের করা মন্তব্যের জেরে ফের উত্তাল হল লোকসভা। মহুয়ার করা মন্তব্যকে কেন্দ্র করে হই হট্টগোলের জেরে দু বার অধিবেশন মুলতবি করে দিতে বাধ্য হলেন লোকসভার মহুয়ার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু।তবে মহুয়ার বিরুদ্ধে কিরেণ রিজিজু যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে বিরোধী শিবির। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় এবং কংগ্রেসের কে সি বেণুগোপাল বলেন, মহুয়ার মন্তব্য নিয়ে রিজিজুর কোনও আপত্তি থাকলে সংসদের নিয়ম মেনে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানাতে পারতেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। মহুয়া নিজেও অবশ্য দমছেন না। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'আমাকে হুমকি দেওয়ার জন্য কিরেণ রিজিজুর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমার নয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যই সংসদের রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা উচিত, আমার নয়।'

এ দিন সংবিধান নিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

ভারতে মসজিদ-মন্দির নিয়ে বিতর্কিত সমীক্ষা স্থগিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতে উপাসনালয় বিশেষ করে মসজিদ চলমান বিতর্কিত সমীক্ষা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের একটি বিশেষ বেঞ্চে বৃহস্পতিবার 'প্লেসেস অব ওয়ারশিপ অ্যাক্ট' সম্পর্কিত একাধিক মামলার শুনানি শেষে এ নির্দেশ দেয়। খবর হিন্দুস্তান টাইমস ও এনডিটিভির।

ভারতের সর্বোচ্চ আদালত বলেছে, এ নিয়ে দেশের কোথাও আপাতত কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না। যে মামলাগুলো বিচারাধীন, সেগুলোর কার্যকরী বা চূড়ান্ত রায় দিতেও পারবে না নিম্ন আদালত। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এখন শীর্ষ আদালতে যে মামলা চলছে, যতক্ষণ না সেটার চূড়ান্ত রায় দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল (বিশেষ ব্যবস্থা) আইনের বিরোধিতা করে দেশের কোনো প্রান্তে মামলা দায়ের করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে যে, কোনো মামলার ক্ষেত্রেই কোনো সমীক্ষা বা কার্যকরী নির্দেশ দিতে পারবে না দেশের কোনো ট্রায়াল কোর্ট। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে হলফনামা দাখিলেরও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

ভারতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ নির্দেশ দেন।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন ভারতের কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রধান অজয় রাই বলেছেন, এই নির্দেশের ফলে সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং শান্তি বাড়বে। সুপ্রিম কোর্ট আজ যে নির্দেশ দিল, তাতে আমাদের বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

একইসুরে কথা বলেছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা তথা বিধান পরিষদের সদস্য রাজেন্দ্র চৌধুরীও। তিনি বলেন, এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছি। এটা আমাদের বিচারবিভাগকে আরও মজবুত করবে। আর বিচারবিভাগের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরও বাড়বে।

১-ম পাতার পর

RG Kar: সব দায় সিবিআইয়ের! সন্দীপ-অভিজিৎ জামিন পেতেই বড় আন্দোলনের ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের

ঘরে বসেছেন তিনি, সেই ঘরে আর বসতে পারছেন না। কিছুদিন বিডিও-র ঘরে বসে কাজ করছিলেন, আর বৃহস্পতিবার থেকে বসেছেন রাস্তায়।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভাঙড় নিয়ে কথা হয়েছে বলে জানান তিনি। শওকত বলেন, “ভাঙড় তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভায় যেভাবে লড়াই করেছে, বিধানসভায়ও একই রকমভাবে লড়াই করবে, তার জন্য সবরকম সহযোগিতা আমরা পাব।” তিনি বোঝাতে চাইলেন আরাবুল কোনও ফ্যাক্টর নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গেই আছেন। কয়েকদিন আগেই আরাবুল জোর গলায় বলেছিলেন দলের ২০০ শতাংশ সাপোর্ট তাঁর সঙ্গে আছে। তারপর শওকতের এই ব্যাখ্যা। আরাবুল সওকাতের এই কাজিয়ার রেশ কতদিন চলে এখন সেদিকেই তাকিয়ে ভাঙড়ের রাজনৈতিক মহল। আরাবুলের এই পরিস্থিতি দেখে বিধায়ক শওকত মোল্লা বললেন, নাটক'। আরাবুল-শওকত বিরোধ সামনে এসেছে বারবার। আরাবুলের সেই দাপট এখন আর নেই, এমনটাই মনে করেন এলাকার রাজনীতিকরা। আর এবার সরাসরি আরাবুলকে কটাক্ষ করলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা। তিনি বলেন, “নাটক করছে, নিজের কয়েকজন পেটুয়াদের দিয়ে কাগজ নিয়ে এসে সই করে ফেসবুকে পোস্ট করছে, লজ্জা শরম বলে কিছু নেই”। বৃহস্পতিবার ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতিতে নিজের ঘর না পেয়ে বাইরে বেরিয়ে ফাঁকা আকাশের নীচে চেয়ার টেবিল পেতে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে দেখা গিয়েছে আরাবুলকে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ভাঙড় বিজয়গঞ্জ বাজারে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা করেন শওকত। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরাবুলকে কটাক্ষ করেন তিনি।

১-ম পাতার পর

পাক জঙ্গি সংগঠন জয়েশ-ই-মহম্মদ মাথাচাড়া দিচ্ছে বাংলাতেও

হইচই কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে এলাকার অনেক বাসিন্দাই বলছেন, সাবিরউদ্দিন মেধাবি। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিএড পাশও করেছেন। আচরণও ভাল। এলাকায় কারও সঙ্গে কোনও ঝামেলা করতে না। সেই তিনি কী করে এই ধরনের কাজে যুক্ত থাকতে পারেন তা ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছেন না কেউ। এদিকে সাবিরের বাড়ির আর্থিক অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে মাটির বাড়ি। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের সম্বল বলতে শুধুই কিছু জমি। এলাকার লোকজন জানাচ্ছেন, ধান চাষের উপর নির্ভর করেই মূলত চলে সংসার। সেই পরিবারের ছেলে কী করে এমন কাজ করতে পারে তা ভেবেই অবাক প্রতিবেশীরা। এদিকে এনআইএ আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা নাসিমা বেগম।

সংসদে ঠাকুমা ইন্দিরার কথাই 'সত্যি' করলেন প্রিয়াঙ্কা?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :

এই প্রথম। সংসদে প্রথম ভাষণে সকলকে মুগ্ধ করেছেন ওয়ানড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। শাসক-বিরোধী দুপক্ষকেই শুক্রবার দেখা গিয়েছে চুপ করে বসে মন দিয়ে তাঁর কথা শুনতে। প্রিয়াঙ্কার দৃপ্ত ভাষণ আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছে তাঁর ঠাকুমা ও দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কথা।ফতেদার মারা যান ২০১৭ সালে। সাংসদ প্রিয়াঙ্কাকে দেখা হয়নি তাঁর। কিন্তু যে বই তিনি লিখে গিয়েছিলেন, সেই বইয়ের অক্ষরগুলি রয়ে গিয়েছে ভাবীকালের জন্য। শুক্রবারের দুপুর সেই কথাই নতুন করে মনে করিয়ে দিল। ইন্দিরা আজও স্মরণীয়। কিন্তু প্রিয়াঙ্কাও প্রথমদিনের ভাষণে নিজেকে চেনালেন নতুন করে। আগামিদিন সত্যিই তাঁর হয় কিনা, সেদিকে নিশ্চয়ই নজর রাখবে ওয়াকিবহাল মহল। আপাতত হারানো অতীতকে সংসদে বর্তমান করে তুললেন প্রিয়াঙ্কা, এই কথাটুকু অন্তত বলাই যায়।বারবার প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে ইন্দিরার চেহারার সাদৃশ্যের কথা বলেছেন কংগ্রেস সমর্থকরা। কিন্তু স্বয়ং ইন্দিরা কী বলেছিলেন নাতনি প্রসঙ্গে? জানিয়েছিলেন, একদিন মানুষ প্রিয়াঙ্কার মধ্যেই ইন্দিরাকে খুঁজে পাবে।

২০০৪ সালে রাহুল গান্ধী রাজনীতিতে পা রাখার সময় থেকেই বহু মানুষ, বিশেষত কংগ্রেস সমর্থকদের দাবি ছিল এবার প্রিয়াঙ্কাও প্রবেশ করুন রাজনীতির আঙিনায়। আসলে ১৯৯৯ সালে মা সোনিয়ার হয়ে রায়বেরেলিতে প্রথমবার প্রচার করতে আসেন প্রিয়াঙ্কা। সেই সময় আমেঠির কংগ্রেস কর্মী জগদীশ পীযূষ স্লোগান তুলেছিলেন, "আমেঠি কি ডঙ্কা, বিটিয়া প্রিয়াঙ্কা।" কিন্তু মা বা দাদার হয়ে প্রচারে এলেও ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরেই থেকেছেন প্রিয়াঙ্কা। আসলে তাঁর দাবি ছিল, ছেলেমেয়ে ছোট। ওদের বড় না করা পর্যন্ত এসব নিয়ে তিনি ভাবতে রাজি নন। আজ প্রিয়াঙ্কার ছেলে রেহানের বয়স ২৩। মেয়ে মিরায়া ২২। আর এবছরই ওয়ানড়ের উপনির্বাচনে জিতে প্রথমবার সংসদে পা রেখেছেন ৫২ বছরের নেত্রী। শুক্রবাসরীয় দুপুরে দিলেন প্রথম ভাষণ। আর সেই মুহূর্তের পরই ফের সংসদে ইন্দিরার 'ছায়া' যেন দেখতে পাচ্ছেন কংগ্রেস সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, এদিনের দৃপ্ত ভাষণে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মধ্যে যেন ঠাকুমারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজনীতির শুরুর দিনগুলোয় 'গুঙ্গি গুড়িয়ার মতো খোঁচা শুনতে হয়েছিল ইন্দিরাকে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পরিণত হয়ে ওঠেন। হয়ে ওঠেন দাপুটে নেত্রী।

মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগেই প্রিয়াঙ্কা সম্পর্কে ইন্দিরা যা বলেছিলেন, সেই বক্তব্যও মনে পড়ে গিয়েছে রাজনীতি-সচেতন কংগ্রেসপ্রেমীদের। ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল একটি বই 'দ্য চিনার লিভস'। লেখক মাখনলাল ফতেদার। ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত সঙ্গী। সেই স্মৃতিকথাতেই তিনি লিখেছেন, ১৯৮৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ইন্দিরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীর গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল খুদে নাতি-নাতনিরা। এর মাসখানেকের মধ্যেই মৃত্যু হবে ইন্দিরার। তার আগে কাশ্মীর সফরে নিজের বিশ্বস্ত সঙ্গীকে ইন্দিরা বলেছিলেন, "ফতেদারজি, আমি হয়তো বেশিদিন বাঁচব না। কিন্তু আপনি প্রিয়াঙ্কাকে দেখবেন।" যা শুনে ফতেদার বলেন, "আপনার মনে হয় আমি অতদিন বাঁচব?" জবাবে ইন্দিরা বলেছিলেন, "আপনি অবশ্যই বেঁচে থাকবেন। এবং ওকে দেখতে পাবেন জাতীয় প্রেক্ষিতে ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে। মানুষ ওর মধ্যেই আমাকে দেখতে পাবে। ওকে দেখলেই আমার কথা মনে পড়বে সকলের। আগামী শতাব্দী ওরই হবে। মানুষ আমাকে ভুলে যাবে।"

বাংলাদেশি হিন্দুদের নিয়ে সংসদে প্রশ্ন ওয়াইসির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা বেড়েছে। এই আবহে সম্প্রতি ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি ঢাকায় গিয়ে সচিব পর্যায়ের বৈঠক করে এসেছেন। আর আজ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা নিয়ে লোকসভায় প্রশ্ন করেন হায়দরাবাদের সাংসদ তথা এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি।

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

বিবিসি'র রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের অর্থনীতি বিপজ্জনক অবস্থায়

হয়েছে। এর ফলে প্রবৃদ্ধির গলা টিপে ধরেছে। তবে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের ক্ষেত্রে ঋণের ক্ষেত্রে অধিক হার নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে বিনিয়োগ কমেছে। ভোক্তাদের চাহিদা কমেছে। এ দুটি বিষয়ই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রায় দুই বছর ধরে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখেছে। প্রাথমিকভাবে এটা করা হয়েছে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির কারণে। অক্টোবরে সেখানে মুদ্রাস্ফীতি শতকরা ৬.২ ভাগ ছাড়িয়ে যায়। অথচ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বোচ্চ সীমা শতকরা ৪ ভাগ অতিক্রম করেছে এবং তা ১৪ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। প্রধানত এ ঘটনায় ঘটেছে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি। এ খাতে ভোক্তাদের অর্ধেকই চলে যায় এ খাতে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সবজির মূল্য অক্টোবরে বেড়ে যায় শতকরা কমপক্ষে ৪০ ভাগ। এই বৃদ্ধি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, খাদ্যের মূল্য ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা নিত্যদিনের অন্যান্য খরচকে, যাকে মূল্যস্ফীতি বলা হয়, তাকে প্রভাবিত করছে। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীরগতির হওয়ার বিষয়টিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে শুধু উচ্চ সুদহারই যথেষ্ট নয়।

এ বিষয়ে দিল্লিতে অবস্থিত জওয়াহেরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির উন্নয়ন বিষয়ক অর্থনীতিবিদ হিমাংশু বলেন- ভোক্তা চাহিদা যদি শক্তিশালী না হয় তাহলে সুদের হার কমিয়েও আপনি প্রবৃদ্ধিকে বাড়াতে পারবেন না। যখন চাহিদা থাকে শুধু তখনই বিনিয়োগকারীরা ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করেন। কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতি নেই। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার বিদায়ী গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বিশ্বাস করেন, ভারতের প্রবৃদ্ধির গল্প এখনো অক্ষত আছে। তিনি আরও যোগ করেন- মুদ্রাস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় আছে। তবে অর্থনীতিবিদরা বলেন, রেকর্ড পরিমাণ খুচরা ঋণ এবং অনিরাপদ ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইঙ্গিত মেলে যে, উচ্চ হারের সুদের মধ্যেও জনগণ অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে ঋণ নিচ্ছেন। এতে ইঙ্গিত মেলে যে, শহরে চাহিদা দুর্বল হচ্ছে।

মুম্বইভিত্তিক ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট রিসার্সের সহযোগী প্রফেসর মিস সেনগুপ্ত বলেন, ভারতের অর্থনীতির চলমান সংকটের সূচনা হয়েছে 'দুই রকম গতিসম্পন্ন প্রক্ষেপণ থেকে, যা চালিত হয়েছে পুরনো এবং নতুন অর্থনীতি দিয়ে। কনসাল্টিং ফার্ম ডেলোইটের মতে, উপসাগরীয় সহযোগিতা সংগঠন জিসিসি বিশ্ব জুড়ে যে পরিমাণ কাজ করে তার শতকরা কমপক্ষে ৫০ ভাগ এখন ভারতে। এই প্রতিষ্ঠানটি দৃষ্টি দেয় আরঅ্যান্ডডি, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন এবং কনসাল্টিং সার্ভিসে। এ খাত থেকে রাজস্ব আসে ৪৬০০ কোটি ডলার। তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ২০ লাখ মানুষ। আরও সংশয়মূলক ইঙ্গিত আছে। ২০১৩ থেকে ২০১৪ সালে ভারতের গড় শুল্কহার বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫ ভাগ থেকে ১৭ ভাগে। ডলার কিনতে ক্রেতাদেরকে অবশ্যই অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে রুপিতে। এর ফলে বাজারে তারল্য কমেছে।

২ পাতার পর

মহুয়ার মন্তব্যে উত্তাল লোকসভা

আলোচনা কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী তরজায় এমনিতেই উত্তপ্ত ছিল লোকসভার পরিবেশ। তৃণমূলের পক্ষে বক্তব্য রাখতে উঠে ২০১৪ সালের বিচারপতি ব্রিজগোপাল হরিকিসান লোয়ার মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে আনেন মহুয়া মৈত্র। ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে তিনি বলেন, সময়ের আগেই চলে যেতে হয়েছে বিচারপতি লোয়াকে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বাড়ির গণেশ পুজোয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল সাংসদ।এর পরই মহুয়ার মন্তব্য নিয়ে আপত্তি জানাতে থাকেন বিজেপি সাংসদরা। যে বিজেপি সাংসদের অভিযোগের ভিত্তিতে গত বছর ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন করার অভিযোগে সাংসদ পদ হারাতে হয়েছিল মহুয়াকে, সেই নিশিকান্ত দুবেই এ দিন প্রথম মহুয়ার করা মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিজেপি সাংসদরা সম্মিলিত ভাবে অভিযোগ করতে থাকেন, সুপ্রিম কোর্ট সব অভিযোগ খারিজ করে দেওয়ার পরেও কেন বিচারপতি লোয়ার মৃত্যুর প্রসঙ্গে সংসদে টেনে আনলেন মহুয়া? একই অভিযোগ করেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুও।মহুয়ার মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিরেণ রিজিজু সংসদে মহুয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “সংসদের নিয়ম অনুযায়ী আমরা উপযুক্ত পদক্ষেপ করব। আপনি খুবই খারাপ নজির তৈরি করছেন। এর থেকে আপনি রেহাই পাবেন না।' অধ্যক্ষ ওম বিড়লাও জানান, লোকসভার রেকর্ড থেকে তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য খতিয়ে দেখবেন তিনি। ২০১৪ সালে মৃত্যু হয় বিচারপতি লোয়ার। তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উঠলেও তদন্তের পর সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, বিচারপতি লোয়ার মৃত্যুর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। বিচারপতি লোয়ার মৃত্যুর পিছনে রহস্য রয়েছে বলে অভিযোগ করে দায়ের হওয়া একাধিক আবেদনও খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত।

'এক দেশ, এক নির্বাচন'-তীব্র বিরোধিতায় মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :

বৃহস্পতিবার মোদীর মন্ত্রীসভা 'এক দেশ, এক নির্বাচন' কে সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। সকলের বিশ্বাস এবার তা এই অধিবেশনেই বিল আকারে আসতে চলেছে। আর এই সংবাদ বাইরে প্রকাশ পেতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "বিরোধী দলের নেতা এবং বিশেষজ্ঞদের আপত্তি উড়িয়ে স্বৈরাচারী পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার। এক দেশ, এক নির্বাচন শুধু অসাংবিধানিক নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। বিবেচিত সংস্কার নয়। এটি স্বৈরাচারী পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ সাংবিধানিক কাঠামোর পরিপন্থী। আমাদের সাংসদরা এক দেশ, এক নির্বাচনে জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। বাংলা কখনও একনায়কতন্ত্রী সিদ্ধান্তের কাছে মাথা নত করবে না। এটি ভারতের গণতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্র থেকে রক্ষা করার লড়াই।"বিরোধী দলের সকলেই সমর্থন জানিয়েছে মমতাকে। বোঝাই যাচ্ছে, এবার অধিবেশন আবার উত্তপ্ত হতে চলেছে। এর আগেও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির কাছে চিঠিও লিখেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার মোদির মন্ত্রিসভা 'এক দেশ, এক নির্বাচনে' সায় দেওয়ার পর আরও একবার সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তৃণমূলই নয়, সিপিএম এবং কংগ্রেসও 'এক দেশ, এক নির্বাচনে'র বিরোধিতায় সরব। যদিও বিজেপি শীতকালীন অধিবেশনে এই নিয়ে বিল আনতে চলেছে বলেই সকলের ধারণা।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩৩৬ সংখ্যা ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ শনিবার ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

প্রধানমন্ত্রী ১৩ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশ সফরে যাবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশ সফরে যাবেন। তিনি প্রয়াগরাজে যাবেন এবং দুপুর ১২টা ১৫'য় সঙ্গমে পূজা ও দর্শন করবেন। এরপর, ১২টা ৪০ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী অক্ষয় বটবৃক্ষের পুজো করবেন এবং হনুমান মন্দির ও সরস্বতী কূপ দর্শন ও পুজো করবেন। দুপুর ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ তিনি মহাকুম্ভ স্থলটি পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখবেন। দুপুর ২টো নাগাদ তিনি প্রয়াগরাজে প্রায় ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও সূচনা করবেন।

প্রধানমন্ত্রী ২০২৫-এর মহাকুম্ভের জন্য একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এর মধ্যে আছে বিভিন্ন রেল ও সড়ক প্রকল্প, যেমন - ১০টি নতুন উড়ালপুল, স্থায়ী ঘাট এবং নদীর ধারের রাস্তা। প্রয়াগরাজে পরিকাঠামো এবং যোগাযোগের সুবিধা বাড়াতেই এই উদ্যোগ। স্বচ্ছ ও নির্মল গঙ্গার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রধানমন্ত্রী গঙ্গানদীতে পড়া ছোট নর্দমাগুলির জল পরিশোধন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এর ফলে, নদীতে অপরিচ্ছন্ন জল পড়বে না। তিনি পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কয়েকটি পরিকাঠামো প্রকল্পেরও উদ্বোধন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরের রাস্তার উদ্বোধন করবেন। এর মধ্যে রয়েছে - ভরদ্বাজ আশ্রম করিডর, শৃংভারপুর ধাম করিডর, অক্ষয় বট করিডর, হনুমান মন্দির করিডর ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলি ভক্তদের যাতায়াতে সুবিধা করবে এবং আধ্যাত্মিক পর্যটনের বিকাশ ঘটাবে।

প্রধানমন্ত্রী কুম্ভ স' এআই' ইয়াক চ্যাটবটেরও সূচনা করবেন। এর থেকে ভক্তরা ২০২৫ সালে মহাকুম্ভ মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

সম্পাদকীয়

রুদ্ধশ্বাস ডিসেম্বরের রাত

কেবল ভাল ভাল অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধ থাকলেই জেতা যায় না। যুদ্ধ জিততে প্রয়োজন উপস্থিত বুদ্ধি, মানসিক দৃঢ়তা, অসীম সাহস। সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি মহাভারতে। ধারে ভারে শত গুণ এগিয়ে থাকা কৌরবদের হার মানতে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের কাছে। সে তো হাজার হাজার বছর আগের কথা।আমরা শুধু তেলের ভাণ্ডার ও অস্ত্রাগারগুলো ধ্বংস করেই থেমে গিয়েছিলাম। করাচি বন্দর আগুন ধরে গিয়েছিল, সেটা করাচির শহরের বড় অংশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনার কাছে অস্ত্র ও রসদ পাঠানোর রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আচ্ছা, অপারেশন ট্রাইডেন্টই কী সবচেয়ে কম সময়ে হওয়া সবচেয়ে সফল নাভাল অপারেশন?

হয়তো তাই। অনেক খুঁজেও তো অপারেশন ট্রাইডেন্টের মতো আরও একটা নাভাল অপারেশনের খোঁজ পাওয়া যায় না। আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের আরও একটা বর্ষপূর্তি। হঠাৎ করে এই অপারেশনের স্মৃতিচারণের একটাই কারণ, তা হল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া ৭১-এর সেই অস্থির সময়ের কথা। কঠিন সময়ে তাঁদের পাশে থাকতে পরোয়া করেনি ভারত। তবে ভারতের বিপক্ষে গিয়ে ভারত দখলের কথা ভাবলেও তাঁর কী পরিণতি হতে পারে সেটাই বুঝিয়ে দেওয়া।কিন্তু একই ভাবে মাত্র ৫৩ বছর আগে শত্রু পক্ষের ঘাঁটিতে ঢুকে বাজিমাত করে এসেছিল ভারতীয় নৌসেনার জওয়ানরা। কী হয়েছিল সেই দিন? সেটাও ছিল ডিসেম্বর মাসের এক গভীর রাত। সেই রাতে আরব সাগর দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এক ঝাঁক জাহাজ।

ভারতীয় নৌ-সেনার তিনটি মিসাইল ক্লাস বোট - আইএনএস বীর, আইএনএস নির্ঘাত ও আইএনএস নিপাত। সঙ্গে দুটি অ্যান্টি সাবমেরিন করভেট - কাটচাল ও কিলতান, এবং একটি ফ্লিট ট্যাঙ্কার। ইউনিটের পোশাকি নাম করাচি স্ট্রাইক গ্রুপ। গন্তব্য করাচি বন্দর। করাচি সেই সময় পাক নৌ- সেনার বৃহত্তম ও সবচেয়ে সুরক্ষিত ঘাঁটি।ভারতীয় নৌ-সেনার জাহাজে যাঁরা ছিলেন, রেডিও-র মাধ্যমে রুশ ভাষায় কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন, যাতে শত্রু পক্ষ বুঝতে না পারে। সেই সময় পুরোদমে ভারত-পাক যুদ্ধ চলছে। করাচি বন্দরকে সুরক্ষিত রাখতে মোতায়েন হয়েছে পিএনএস খাইবার। পাক নৌ-সেনার অন্যতম সেরা যুদ্ধজাহাজ। এই পিএনএস খাইবার দিয়েই ৬৫-র যুদ্ধে গুজরাত উপকূলে হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান।

১৯৬৭ থেকে তিন বছর ধরে চিনের সাহায্যে পিএনএস খাইবারকে আরও শক্তিশালী করেছে পাক সেনা। পিএনএস খাইবারকে এড়িয়ে করাচি বন্দরের কাছাকাছি যাওয়া বা বন্দরের মুখ বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব। ভারতীয় নৌ-সেনার কাছে খবর ছিল, করাচি বন্দরের খুব কাছেই পাহারা দিচ্ছে আইএনএস খাইবার। কিন্তু সেই গোয়েন্দা তথ্য ঠিকঠাক ছিল না।করাচি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে পিএনএস খাইবারকে স্পট করে আইএনএস নির্ঘাত। তারপর কী হয়েছিল? সেদিন আরব সাগরে যা হয়েছিল, তার কাছে বিগ ব্যাং স্পাই থ্রিলারকেও ম্যাড়ম্যাড়ে লাগবে। আইএনএস নির্ঘাত কী করেছিল? ঘটনার ৫৩ বছর পরও সেই রাতের প্রতিটা মুহূর্ত মনে রেখেছেন অবসরপ্রাপ্ত ভাইস অ্যাডমিরাল জি এম হিরানন্দানি।

ওনার কথা শুনলে বোঝ যায়, স্রেফ সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে ধারে-ভারে এগিয়ে থাকা পাক সেনাকে নাস্তানাবুদ করেছিল নৌ-সেনা। স্মৃতির ধাঁপি উপুড় করেছেন সনাতন সাহু। নৌ-সেনার অবসরপ্রাপ্ত সদস্য তিনিও ছিলেন সেই মিশনের অংশ। অপারেশন ট্রাইডেন্টের অংশ অ্যান্টি সাবমেরিন করভেট কিলতানের ফার্স্ট অফিসার।অপারেশন ট্রাইডেন্টের ৫৩ বছর পূর্তিতে উনি কী বলছেন, এক্সক্লুসিভ থাকল টিভি৯ বাংলায়। শত্রুর যুদ্ধজাহাজ সামনে চলে এসেছে বুঝে আইএনএস নির্ঘাতকে রুট বদলে খাইবারের উপর হামলার নির্দেশ দেন স্কোয়াডেন লিডার বব্রু যাদব। কিন্তু সেটা সব অর্থেই ছিল একটা দুঃসাহসিক কাজ। শত্রুর ডেপথ চার্জে আইএনএস নির্ঘাত ডুবে গেলে বাকিগুলিরও একই পরিণতি হতো।

সনাতন বলছেন, রাত ১১টা ১৫ নাগাদ পিএনএস খাইবারের উপর হামলা শুরু হয়। ২৫ মিনিট ধরে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হচ্ছিল। ২৫ মিনিট পর ক্ষেপণাস্ত্র দাগা বন্ধ করার নির্দেশ দেন স্কোয়াডেন কমান্ড্যার বব্রু ভান যাদব। তারপর প্রায় ৩০ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস মূহুর্ত।

প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর স্কোয়াডেন কম্যান্ডার যাদব বুঝে যান, পিএনএস খাইবারের সলিলসমাধি হয়েছে। উনি কি ঠিক বুঝেছিলেন? হ্যাঁ, প্রায় ২০০ সেনাকে নিয়ে ডুবে গিয়েছিল পিএনএস খাইবার। একটি মিসাইল ক্লাস বোট আস্ত একটা যুদ্ধজাহাজকে ডুবিয়ে দিচ্ছে, এমন ঘটনা যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল।তবে বিপদ, চ্যালেঞ্জ তখনও শেষ হয়নি। ওই জলসীমায় মোতায়েন ছিল আরও ৩টি যুদ্ধজাহাজ। সেগুলোও স্পট করে ধ্বংস করতে অপারেশনে নামে আইএনএস বীর ও আইএনএস নিপাত। অস্ত্রভর্তি একটি ট্রান্সপোর্ট জাহাজ তখন করাচি বন্দরের দিকে যাচ্ছিল।

তাকেও স্পট করে চ্যালেঞ্জ করে আইএনএস নিপাত। ভারতীয় মিসাইলের আঘাতে সেও টিকে থাকতে পারেনি। করাচির বন্দরে ঢোকার মুখে নজরদার জাহাজ পিএনএস মুতার্জাকে ধ্বংস করে দেয় আইএনএস বীর। করাচিতে পাকিস্তানের নৌ-শক্তি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

বিনা বাধায় করাচি বন্দরে ঢুকে পড়েন ভারতের নৌ-সেনা। অপারেশন ট্রাইডান্টের অন্যতম সদস্য সনাতন বলছেন, আমরা করাচি বন্দরের অনেকটা ভিতরে ঢুকে অপেক্ষা করছিলাম। তবে করাচির ভিতরে হামলার কোনও নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়নি। সেটা হলে করাচির মাথা তুলে দাঁড়াতে বহু বছর লাগত।আমরা শুধু তেলের ভাণ্ডার ও অস্ত্রাগারগুলো ধ্বংস করেই থেমে গিয়েছিলাম। করাচি বন্দর আগুন ধরে গিয়েছিল, সেটা করাচির শহরের বড় অংশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনার কাছে অস্ত্র ও রসদ পাঠানোর রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আচ্ছা, অপারেশন ট্রাইডেন্টই কী সবচেয়ে কম সময়ে হওয়া সবচেয়ে সফল নাভাল অপারেশন?

হয়তো তাই। অনেক খুঁজেও তো অপারেশন ট্রাইডেন্টের মতো আরও একটা নাভাল অপারেশনের খোঁজ পাওয়া যায় না। আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের আরও একটা বর্ষপূর্তি। হঠাৎ করে এই অপারেশনের স্মৃতিচারণের একটাই কারণ, তা হল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া ৭১-এর সেই অস্থির সময়ের কথা। কঠিন সময়ে তাঁদের পাশে থাকতে পরোয়া করেনি ভারত। তবে ভারতের বিপক্ষে গিয়ে ভারত দখলের কথা ভাবলেও তাঁর কী পরিণতি হতে পারে সেটাই বুঝিয়ে দেওয়া।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একুশতম পর্ব)

এবং দুইটি ধ্যান মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় হিন্দু তান্ত্রিকেরা মহাচীনতারার উপাসনা ও মূর্তিকল্পনা বৌদ্ধদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন" (৪৭)। এদিকে চতুর্ভুজ মূর্তিতে দুইটি দক্ষিণ হস্তে শর ও অসি ধারণ করেন এবং দুইটি বাম হস্তে ধনু ও কপাল ধারন করেন।

ইঁহার অষ্টভুজা মূর্তিরও বিবরন পাওয়া যায়। কখনও কখনও ইঁহার আটটি মুখ এবং চতুর্বিংশতি হস্ত হইয়া থাকে। এই মূর্তিতে তিনি বিদ্যুজ্জ্বালা করালী নামে

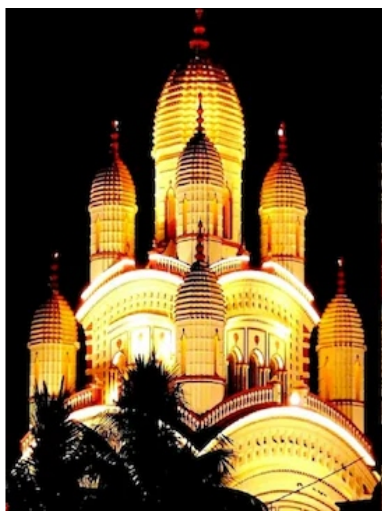

পরিচিত" (বিনয়তোষ ৪৮-৯)।

একজটার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের একনংসা দেবীর কোনও সম্পর্ক আছে কিনা জানা যায় না, কিন্তু একনংশাও নীলবর্ণা এবং তাঁকে রাত্রিদেবী বলে সম্বোধন করা হয়েছে, সিংহকে তাঁর বাহন বলা হয়েছে এবং বিন্ধ্যাচলে তাঁর বাস (কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০)। একনংশা কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগ্নী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানানঃ ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব মন্দিরে কৃষ্ণ ও বলরামের মাঝখানে একনংশা মূর্তি আছে, এবং পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ ও বলরামের মাঝখানে সুভদ্রার মূর্তি এই একনংশার স্মৃতি (ধর্ম ও সংস্কৃতি ১৫৮)।

চন্দ্রকেতুগড়ে একজন একশৃঙ্গ মাতৃকার মূর্তি পাওয়া যায়, সময়কাল মোটামুটি ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। তবে চন্দ্রকেতুগড়ে একটি টেরাকোটা প্লাক পাওয়া যায় যেখানে এই একশৃঙ্গা ফিগারটির সঙ্গে একজন পুরুষ, সম্ভবত ভাই, খুনসুটি করছে। এটা কি একশৃঙ্গা বা একজটার ভগ্নীরূপ একনংশা, যেখানে তাঁকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে? এটি বর্তমানে মেট মিউজিয়ামে আছে।

জাঙ্গুলী (৪৭-৮) এবং পর্ণশবরী (৪৯) রূপকল্প কালীকল্পনা থেকে পৃথক, একজন সর্পভয় অন্যজন মারীভয় নিবারণ করেন। প্রজ্ঞাপারমিতা এবং মহামন্ত্রানুসারিণী এই দুজন অক্ষোভ্যকুলের হলেও সৌম্যমূর্তি ধারণ করেন, বসুধারা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভারতে বন্দুকযুদ্ধে ৭ মাওবাদী নিহত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের ছত্তীসগড়ের বস্তার অঞ্চলের অবুঝমাড়ে এলাকায় আবার পুলিশের সঙ্গে মাওবাদীদের বন্দুকযুদ্ধ হয়েছেন। সাত ঘণ্টার এই বন্দুকযুদ্ধে বৃহস্পতিবার নিহত হয়েছেন সাত জন মাওবাদী।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই সাংবাদিক বৈঠক করে অবুঝমাঢড়ে পুলিশ এবং মাওবাদীদের সংঘর্ষের এই খবর জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, সকাল ১০টায়ও এনকাউন্টার চলছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোয়েন্দাদের থেকে জানা গিয়েছিল অবুঝমাড়ের জঙ্গলে মাওবাদীরা লুকিয়ে রয়েছেন। তার পরেই বৃহস্পতিবার ভোরে ওই জঙ্গলে অভিযানে নেমেছিল ডিসট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি), স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)। বস্তার পুলিশ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ভোর ৩টা থেকে শুরু হয়েছে এনকাউন্টার।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত সাত জন মাওবাদীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের শরীরে গেরিলা বাহিনী (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র পোশাক ছিল।

চলতি বছরে অবুঝমাড়ে মাওবাদীদের ধরতে বেশ কয়েকটি অভিযান করেছে বাহিনী। এই 'মাড় বাঁচাও অভিযান'-এ নিহত হয়েছেন প্রায় ১০০ জন মাওবাদী। গত অক্টোবরে একটি অভিযানে দক্ষিণ অবুঝমাড়ে ৩১ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

তামিলনাড়ুতে গভীর রাতে হাসপাতালে আগুন, শিশুসহ ৬ জনের মৃত্যু

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ভারতের তামিলনাড়ুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে তিনজন নারী ও একজন শিশু। বৃহস্পতিবার রাতে দিন্দিগুল জেলায় এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সিটি হাসপাতালটি মূলত একটি অর্থোপেডিক হাসপাতাল। স্থানীয় সময় রাত ৯টার দিকে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। নিচতলার অভ্যর্থনা কক্ষ থেকে আগুন ভবনের অন্যান্য তলায় ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতালে আগুন লাগার খবর পেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন পুলিশ এবং দমকলের সদস্যরা। তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়েছিল সেখানে। তবে ঘটনাস্থলে ছয় জনের মৃত্যু হয়। ২৯ জন রোগীকে নিরাপদে সরিয়ে দিন্দিগুল সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

উদ্ধারকাজ চলাকালে হাসপাতালের লিফটে ছয় জনকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে তাদের সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই তাদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ধোঁয়ায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই অগ্নিকাণ্ড শর্টসার্কিটের কারণে হয়ে থাকতে পারে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তিনি ভগবান বিষ্ণুর সহধর্মিনী। অত্যন্ত সুন্দর এবং দুই হাত বিশিষ্ট । তিনি পদ্ম ফুলের উপর উপবিষ্ঠ গায়ের রঙ ধূসর সাদা উজ্জ্বল হলুদ ও নীলাভ হয়ে থাকে । দেবী লক্ষী সৌন্দর্যের দেবী , সম্পদের দেবী । আমাদের পরিবারের উন্নতি নির্ভর করে সম্পদের উপর আর এই সম্পদ গুলোর মধ্যে রয়েছে ভূমি পশু জ্ঞান ধৈর্য সততা ইত্যাদি। লক্ষী পূজার পদ্ধতি---- যেকোনো পূজা করতে পূজা বিধি অনুসরণ করতে হয় ।

ক্রমশঃ

৩ পাতার পর

বাংলাদেশি হিন্দুদের নিয়ে সংসদে প্রশ্ন ওয়াইসির

এদিকে শুধু বাংলাদেশ নয়, মায়ানমারের অস্থির পরিস্থিতি এবং নেপালের নোটে ভারতের অংশকে নিজেদের অংশ হিসেবে দেখানোর ইস্যুতেও ওয়াইসি প্রশ্ন করেন আজ। এই আবহে মায়ানমার নিয়ে জয়শংকর বলেন, 'মায়ানমারের খুব অস্থির অবস্থার কারণে, আমাদের উন্মুক্ত শাসন নীতি পর্যালোচনা করতে হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে এই নীতি ছিল। কিন্তু সীমান্তে বসবাসকারীদের প্রয়োজনের প্রতিও সংবেদনশীল থাকতে হবে আমাদের। তাই এই নিয়ে এখনও আমরা কাজ করে চলেছি।'

আর নেপালের নোট ইস্যুতে বিদেশমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, ভারত নিজেদের অবস্থানেই অনড় আছে। তিনি বলেন, 'সীমান্ত নিয়ে আমরা আমাদের অবস্থান আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম। তাই আমাদের প্রতিবেশীরা কিছু করলে তাতে যে আমাদের অবস্থান বদলাবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। আমার এই অবস্থানের সঙ্গে গোটা লোকসভা সহমত হবে বলেই আমি মনে করি।'আর তাঁর প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ নিয়ে ভারত সরকারের উদ্বেগের বিষয়টি তুলে ধরেন জয়শংকর।

আজ বাংলাদেশ নিয়ে লোকসভায় এস জয়শংকর বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে যা হচ্ছে, তা আমাদের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের ওপর হামলার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। আমরা আমাদের উদ্বেগ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সম্প্রতি ভারতের বিদেশ সচিব ঢাকা সফর করেন। তাঁর বৈঠকে এই বিষয়টি উঠে এসেছে। আমরা আশা করছি যে বাংলাদেশ তাদের নিজস্ব স্বার্থেই ব্যবস্থা নেবে যাতে সেখানকার সংখ্যালঘুরা নিরাপদে থাকে।' উল্লেখ্য, বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠে আসছে। হাসিনার বিদায়ের পর থেকেই মন্দির থেকে শুরু করে হিন্দুদের বাড়িঘরে ভাঙচুর চলেছে। সেই সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা থেকে বিএনপি-জামাত দেখেছিল 'আওয়ামি লিগের ষড়যন্ত্র'। তবে কয়েক মাস যাওয়র পর সেই দেশে হিন্দুদের অবস্থা যেন আরও খারাপ। ধর্মের নামে চাকরি থেকে জোর করে পদত্যাগ করানো হচ্ছে সংখ্যালঘুদের। অনেককে ধর্মান্তরিত করানোর অভিযোগও উঠেছে। এরই মাঝে চট্টগ্রামে হিন্দু এবং বৌদ্ধদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। সংখ্যালঘু অত্যাচারে সেখানে অভিযুক্ত খোদ সেনা। হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুর গ্রেফতারি ঘিরে আরও উত্তাল হয় পরিস্থিতি। এদিকে সেখানে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে বাংলাদেশের কট্টরপন্থীরা পথে নেমেছে। 'জুলাই বিপ্লবের' ছাত্র নেতারাও ইসকনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। সারজিস আলম চট্টগ্রামে ইসকন এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ভাষণ দিয়েছেন সম্প্রতি। এই আবহে ভারতের রাস্তাতেও লোক নেমেছে। বাংলাদেশি মৌলবাদে বিরুদ্ধে স্লোগান উঠেছে এখানে। ভারত সরকারও একাধিক বিবৃতি প্রকাশ করে ওপারের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এদিকে শুধু বাংলাদেশ নয়, মায়ানমারের অস্থির পরিস্থিতি এবং নেপালের নোটে ভারতের অংশকে নিজেদের অংশ হিসেবে দেখানোর ইস্যুতেও ওয়াইসি প্রশ্ন করেন আজ। এই আবহে মায়ানমার নিয়ে জয়শংকর বলেন, 'মায়ানমারের খুব অস্থির অবস্থার কারণে, আমাদের উন্মুক্ত শাসন নীতি পর্যালোচনা করতে হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে এই নীতি ছিল। কিন্তু সীমান্তে বসবাসকারীদের প্রয়োজনের প্রতিও সংবেদনশীল থাকতে হবে আমাদের। তাই এই নিয়ে এখনও আমরা কাজ করে চলেছি।'

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

সুস্মিতার সঙ্গে এখন কী ধরনের সম্পর্ক, যা বললেন রোহমান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

২০২১ সালে আচমকাই প্রেমিক রোহমান শলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন সুস্মিতা সেন। তারপর ললিত মোদির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় ধুমকেতূর মতো উত্থান হয় প্রাক্তন মিস ইউনিভার্সের। প্রকাশ্যে সুস্মিতাকে ভালোবাসার কথা জানান বিতর্কিত প্রাক্তন আইপিএল কর্তা। যদিও নীরব ছিলেন সুস্মিতা। এর মাঝে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হন অভিনেত্রী। সুস্থ হয়ে ফিরেছেন কাজেও। সেই থেকেই তার সঙ্গে আবার দেখা যাচ্ছে রোহমান শলকে। যদিও প্রাক্তন প্রেমিকের ফিরে আসা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি অভিনেত্রী। তবে সুস্মিতা আর কোনও সম্পর্কে নেই, সে কথা নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন ও অভিনেত্রী। তবু বিভিন্ন সময় সুস্মিতা ও তার মেয়েদের সঙ্গে দেখা যায় প্রাক্তন প্রেমিক রোহমানকে। এই নিয়ে বলিপাড়ার অন্দরে যথেষ্ট ফিসফাস রয়েছে। আসলে এখন তাদের মাঝে কোন ধরনের সম্পর্ক রয়েছে? নেটমহলে এমন প্রশ্ন প্রায়ই উঠে। এবার নিজেদের সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে মুখ খুললেন রোহমান।

২০১৮ সালে ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছিল সুস্মিতা-রোহমানের। বিচ্ছেদের সময় রোহমানের সঙ্গে নিজের ছবি দিয়ে সুস্মিতা লিখেছিলেন, "আমরা বন্ধু হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম, বন্ধুত্ব থাকবে। দীর্ঘ সম্পর্কে থাকলাম... ভালবাসাও থেকে যাবে।" সে কথাই রাখছেন সুস্মিতা! সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রোহমান বলেন, আমাদের সম্পর্কটা ডাল-ভাতের মতো। আমরা একে অপরকে ভীষণ ভালভাবে বুঝতে পারি। তাই লোক কী বলে তা পাত্তা দিই না। আর আমি রোজ অনেক কিছু শিখি ওর থেকে। সম্পর্ক ভেঙে গেলে বন্ধুত্ব ভেঙে যায় মানি না। আমাদের যে রোজ দেখা হয় তেমন নয়, আমাদের রোজ কথা হয় তেমন নয়। কিন্তু ওরা আমার পরিবার। যখনই ওদের আমাদের দরকার পড়বে আমি ওদের পাশে আছি।"

সুস্মিতা বরবারই নিজের সময় তুলনায় অনেকটা এগিয়ে, চলতি ধ্যানধারণা বরাবরই ভেঙেছেন তিনি। জীবন বেঁচেছেন নিজের শর্তে। জীবন সঙ্গী এসেছে কিন্তু সুস্মিতা নিজেই জানিয়েছেন, এমন কাউকে পাননি যার সঙ্গে তিনি মনে করতে পারনে না বাকি জীবনটা কাটাতে পারবেন।

রণবীরের সেলফিতে মেহজাবীন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুরের সঙ্গে একফ্রেমে দেখা মিলল দেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর। রবিবার (৮ ডিসেম্বর) রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয়েছে মেহজাবীনের প্রথম সিনেমা 'সাবা'। একই দিন উৎসবে হাজির হয়েছেন রণবীর কাপুর। সেখানেই দেখা হয় একে অপরের।

'দ্য নিউ হোম অব ফিল্ম' প্রতিপাদ্য নিয়ে ৫ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) থেকে সৌদি আরবের জেদ্দার প্রাণকেন্দ্র আল-বালাদ শহরের কালচার স্কয়ারে শুরু হয়েছে রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চতুর্থ আসর।

উৎসবে হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা উইল স্মিথ এবং ব্রিটিশ অভিনেত্রী এমিলি ব্লান্টের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছেন মেহজাবীনের। ছবি তুলে সেগুলো প্রকাশ করেছেন তিনি। ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল গ্র্যান্ড ওপেনিং নাইট-এ একমাত্র বাংলাদেশি সিনেমা 'সাবা' প্রতিনিধিত্ব করছে। এখন পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বিনিময় চলছে এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের অংশ হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।'

'সাবা' সিনেমাটি নির্বাচিত হয়েছে রেড সি আসরের প্রতিযোগিতা বিভাগে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ১৫টি চলচ্চিত্রের সঙ্গে লড়ছে সিনেমা। শুধু তাই নয়, এ উৎসবে 'সাবা'র তিনটি প্রদর্শনী রাখা হয়েছে। ৮ ডিসেম্বর কালচার স্কয়ার-সিনেমা ১-এ হয়েছে প্রথম প্রদর্শনী। এরপর ৯ ও ১৪ ডিসেম্বর একই স্থানে আরও দুটি প্রদর্শনী হবে।

মেহজাবীন চৌধুরীর প্রথম চলচ্চিত্র 'সাবা'। এটি নির্মাতা মাকসুদ হোসেনেরও প্রথম সিনেমা। এর আগে টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ও বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা করে ৯০ মিনিটের সিনেমাটি। সবশেষে রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা করছে 'সাবা'।

এখনও অবিবাহিত থাকায় বাবা-মায়ের উপর ক্ষোভ অভিনেত্রী পায়েলের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত অভিনেত্রী পায়েল সরকার। সমসাময়িক সময়ের অনেকেই বিয়ে করে সংসারে মনোযোগী হলেও এখনও ছাদনাতলায় যাননি তিনি।

অভিনেত্রীদের প্রেম, বিয়ে নিয়ে হরহামেশাই সংবাদের শিরোনাম হলেও পায়েলের ক্ষেত্রে এদিকটাও যেন ব্যতিক্রম। প্রেম কিংবা সম্পর্ক নিয়েও তিনি কখনো সংবাদের শিরোনাম হননি। পায়েল নিজেকে সিঙ্গেল বলেই দাবি করেন এখনও। সম্প্রতি দাদাগিরিতে এসে আরও একবার সম্পর্ক প্রসঙ্গে কথা বললেন। যেখানে তিনি জানালেন, কেন তার জীবনে প্রেমিকের স্থায়ী জায়গা হয়নি। পায়েলের কথায়, তিনি কোনও সম্পর্কে যেতে পারেননি কারণ তার বাবা-মা। বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের পাশাপাশি পরিবারের সকলের সম্মতি প্রয়োজন। সাধারণ মেয়েদের ক্ষেত্রে জীবনে কোনও পুরুষের জায়গা করে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই মেনে নিতে পারেন না পরিবার। যদিও সেটা সন্তানের ভালোর জন্যই। পায়েল মনে করেন, বাবা-মায়ের মনের মতো মানুষ খুঁজতে গিয়েই সিঙ্গেল থাকতে হয়েছে তাকে।

পায়েলকে মাঝখানে থামিয়ে সৌরভ জানতে চান, 'তাহলে বলছো তুমি সিঙ্গল বাবা-মায়ের জন্য'। সম্মতি জানিয়ে অভিনেত্রী যোগ করেন, 'যেমন মনের মতো ছেলে খুঁজে পাওয়া কঠিন, তার চেয়েও বেশি কঠিন বাবা-মায়ের মনের মতো ছেলে খুঁজে পাওয়া। আমার কথা তো ছেড়ে দাও, বাবা-মায়ের মনের মতো ছেলেও খুঁজে পাচ্ছি না।'

যদিও বিষয়টা সম্পর্কে একেবারে সহমত পোষণ করেননি সৌরভ। তার কথায়, আমার মেয়ে সানা যদি কোনও একদিন তাকে এসে বলে, সে প্রেম করছে, তাতে তার কোনও সমস্যা নেই। বরং তিনি বিষয়টা নিয়ে সামান্য যেটুকু জানার প্রয়োজন, সেটুকু জেনেই ছেড়ে দেবেন। এর বেশি তিনি বিষয়টার মধ্যেই ঢুকবেন না।

এর উত্তরে পায়েল জানান, এক্ষেত্রে সানা অনেক বেশি লাকি। তবে তিনি কখনোই পরিবারের কাছ থেকে প্রেমের বিষয়ে এভাবে সাপোর্ট পাননি। যে কারণে কিছুটা আক্ষেপও রয়েছে জীবনে। বর্তমানে একাধিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন পায়েল। রাজনীতি থেকে খানিকটা গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। সবশেষ শাকিব খানের 'দরদ' সিনেমায় দেখা গেছে এই নায়িকাকে।

'পুষ্পা টু': যে কারণে ক্ষোভ ঝাড়লেন জাহ্নবী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

অগ্রিম বুকিং থেকে ছবি রিলিজ বক্স অফিসের একের পর এক বাজিমাত করছেন 'পুষ্পা টু'। মুক্তির প্রথমদিনে কেবল ভারতেই ১৭৫ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে এ ছবিটি। সকলেই যখন এই সিনেমা নিয়ে মেতে উঠেছে তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর কাড়ল শ্রীদেবী কন্যা জাহ্নবী কাপুরের একটি পোস্ট। পাশ্চাত্য সিনেমা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কড়া জবাব দিলেন জাহ্নবী। 'পুষ্পা টু'-এর সাফল্য এবং উন্মাদনা এতটাই যে, বাকি সব সিনেমা এই মুহূর্তে ফিকে বলা চলে। এরই মধ্যে ২০১৪ সালের ক্রিস্টোফার নোলানের 'ইন্টারস্টেলার'-পুনরায় মুক্তি পেলেও এই মুহূর্তে ভারতে কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। কারণ আল্লু অর্জুন এবং রাশমিকা সিনেমা 'পুষ্পা টু'-এর নির্মাতারা সপ্তাহান্তের সমস্ত স্ক্রিন বুক করে রেখেছেন। সেই কারণে 'ইন্টারস্টেলার'-এর ভক্তরা হতাশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো চলছে আলোচনা। ঠিক সেই সময়ই 'পুষ্পা টু'-এর পাশে দাঁড়ালেন জাহ্নবী। প্রশ্ন তুললেন, দেশের সিনেমা ছেড়ে পাশ্চাত্য ছবি নিয়ে কেন এত মাতামাতি ভক্তদের? ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জাহ্নবী লিখেছেন, 'পুষ্পা টু'-ও তো সিনেমা। কেন আমরা পশ্চিমের মূর্তিপূজায় এত আচ্ছন্ন থাকব? আমাদের নিজের দেশের জিনিসকে কোথাও অযোগ্য প্রমাণ করা হয় এই ঘটনায়। আমরা নিজেদের সম্পদ ছেড়ে অন্যদের দেশের সৃষ্টিকে বেশি গুরুত্ব দিই, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।'

জাহ্নবীর মন্তব্যে কেউ কেউ যেমন তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। তেমনই অনেকের আবার ভিন্ন মত। 'পুষ্পা টু' ইতোমধ্যেই বক্স অফিসের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য সবচেয়ে বড় ওপেনিং বলা হচ্ছে এই সিনেমাকে। সুকুমার পরিচালিত এই সিনেমায় একেবারে অন্যরূপে ধরা দিয়েছেন আল্লু ও রাশমিকা।

'বাংলায় থাকছ, বাংলায় রোজগার করছ, বাংলা গান শুনবে না বলছো?'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ভারতের জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো 'সারেগামাপা' থেকে শুরু করে রক্তদান, সব কিছুতেই ট্রলিংয়ের স্বীকার হয়েছেন সংগীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী। এর আগেও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার ধরন থেকে শাখা-পলা না পরা, কোনও কিছুই বাদ যায়নি ট্রোলিংয়ের তালিকা থেকে। শিল্পী মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়েছেন বহুবার তবুও হার মানেনি। আর এই কথা নিজেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে অনেক ভাই বলেছেন। বিভিন্ন সময় কটাক্ষের মুখে পড়েছেন তিনি। তবে এবার ঠিক উলটো চিত্র দেখা গেল। এক ভক্তের আবদার শুনে তাকে মঞ্চ থেকেই একহাত নিলেন তিনি।

সম্প্রতি এক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার ফ্যামিলি ডে উদযাপন অনুষ্ঠানে গান গেয়েছেন ইমন চক্রবর্তী। বাংলার পাশাপাশি হিন্দি গানও এদিন গেয়েছেন গায়িকা। তবে হঠাৎ এক ভক্ত বলে ওঠেন বাংলা গান শুনব না, হিন্দি গান করুন। একথা শুনেই মেজাজা হারার ইমন। মঞ্চ থেকেই প্রতিবাদ করে, কড়া ভাষায় এর জবাব দেন গায়িকা। ইমন বলেন, 'জোরের সঙ্গে বলো যে, আমি বাংলা গান শুনব না- এটা অন্য কোনও জায়গা হলে চুলের মুঠি ধরে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিতো। বাংলায় থাকছ, বাংলায় রোজগার করছ, বাংলা গান শুনবে না বলছো?'

গায়িকা আরও বলেন, 'পাঞ্জাবি গান হোক বা মারাঠি গান কিংবা ইংরেজি গান, যা শোনার নিজের বাড়িতে শোনো। কিন্তু তোমার সাহস হলো কী করে, আমায় বাংলা গান গাইতে না বলার? এই সাহস কে দিল? এই ভন্ডামিগুলো কোরো না। সাহস থাকলে স্টেজে এসো।'

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের অস্কারের মনোনয়নে জায়গা করে নিয়েছে একটি বাংলা গান। সারা বিশ্ব থেকে ৮৯টি গান এবং ১৪৬টি আবহসংগীত এই মনোনয়নের তালিকায়। আর এই তালিকা রয়েছে ইমনের গান। ইন্দিরা ধর মুখার্জির পরিচালনায় 'পুতুল' ছবির জন্য 'ইতি মা' নামে একটি গান গেয়েছিলেন ইমন। আর সেই গানই এবার অস্কারের দৌড়ে।

দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও রুদ্ধশ্বাস জয় চেলসির

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

ব্যর্থতায় ভরা মৌসুমে ম্যাচের শুরুতেই ছয় মিনিটের ব্যবধানে দুইটি গোল করে দারুণ কিছুর আভাস দেয় টটেনহ্যাম হটস্পার। এরপর দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে অসাধারণ এক জয়ের আনন্দে মাঠ ছাড়ে চেলসি।

টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে ০৮ ডিসেম্বর নাটকীয় লড়াইয়ের শেষ দিকে ব্যবধান কমালেও আরেকটি গোলের দেখা আর পায়নি স্বাগতিকরা। ৪-৩ গোলে জয় তুলে নেয় এন্টসো মারেস্কার দল। আরেকটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে জোড়া গোল করেন কোল পালমার।

ফুল-ব্যাক মার্ক কুকুরেইয়ার হাস্যকর দুটি ভুলে ম্যাচের প্রথম ১১ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে চেলসি; পঞ্চম মিনিটে ডোমিনিক সোলাঙ্কি ও একাদশ মিনিটে দেইয়ান কুলুসেভস্কি জালে বল পাঠান। ১৭তম মিনিটে কুকুরেইয়ার পাস ধরেই বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে একটি গোল শোধ করেন জেডন স্যানচো। এক গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় চেলসি।

৫৯তম মিনিটে একুয়েডরের মিডফিল্ডার মোইজে কাইসেদো ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। সফল স্পট কিকে সমতা টানেন পালমার। ৭৩তম মিনিটে চেলসির এগিয়ে যাওয়া গোলেও জড়িয়ে পালমারের নাম। দারুণ ড্রিবলে দুজনের বাধা এড়িয়ে তার নেওয়া শট রক্ষণে বাধা পায়, প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে যাওয়া বল পেয়েই বুলেট গতির ভলিতে দলকে এগিয়ে নেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এনসো ফের্নান্দেস। ১০ মিনিট পর আরেকটি পেনাল্টি পেয়ে এবার পানেনকা শটে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন পালমার। এবার বক্সে তিনিই ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টিটি পায় চেলসি।

২০২৪ সালে এই নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে মোট ৩৮টি গোলে সরাসরি অবদান রাখলেন পালমার (২৫ গোল ও ১৩ অ্যাসিস্ট); প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এক বছরের হিসেবে চেলসির কোনো খেলোয়াড়ের যা সর্বোচ্চ। এবারের লিগে এই নিয়ে ১১টি গোল করলেন ২২ বছর বয়সী ইংলিশ মিডফিল্ডার সাত মিনিট যোগ করা সময়ে আক্রমণের ঝড় তুলে শেষের আগের মিনিটে কেবল ব্যবধান একটু কমাতে পারেন সন হিউং-মিন।

লিগে টানা চতুর্থ জয় পেল চেলসি। ১৫ ম্যাচে ৯ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে তারা। তাদের চেয়ে ৪ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে এক ম্যাচ কম খেলা লিভারপুল। চেলসির সমান ১৫ ম্যাচ খেলে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে নেমে গেছে আর্সেনাল। তাদের সমান ম্যাচ খেলে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে ম্যানচেস্টার সিটি। ষষ্ঠ হারের পর ২০ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে টটেনহ্যাম।

নিউজিল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করে সিরিজ জিতল ইংল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

এবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতে গিয়ে ঐতিহাসিক জয় পেলেও ঘরের মাঠে পুরোপুরি ভিন্ন অবস্থা নিউজিল্যান্ডের। ইংল্যান্ডের কাছে পাত্তাই পেল না তারা। ওয়েলিংটনে দ্বিতীয় টেস্টেও বিশাল ব্যবধানে হেরে সিরিজ খুইয়েছে তারা।

ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে তৃতীয় দিনে হয়েছে অনেকটা আনুষ্ঠানিকতা। নিউজিল্যান্ডকে ৩২৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। তিন ম্যাচের সিরিজ জিতে নিয়েছে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই।

৫৮৩ রানের রেকর্ড রান তাড়ায় থাকা নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৯ রানে থামিয়ে দেয় সফরকারী ইংল্যান্ড। তাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন অধিনায়ক বেন স্টোকস। মাত্র ৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ক্রিস ওউকস, ব্র্যাডন কার্স, শোয়েব বসিররা নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। প্রথম ইনিংসে হ্যাটট্রিক করা গাস অ্যাটকিনসন এবার একটির বেশি উইকেট পাননি।

প্রথম ইনিংসে ১৫৫ রানের লিড নেওয়ার পর দ্বিতীয় দিন শেষে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ছিলো ৫ উইকেটে ৩৭৮ রান। তৃতীয় দিনে নেমে তারা দ্রুত রান বাড়াতে থাকে। আগের দিনের অপরাজিত ৭০ ছাড়ানো ইনিংসকে তিন অঙ্কে নিয়ে যান জো রুট। টেস্টে এটি তার ৩৬তম সেঞ্চুরি। চারশো ছাড়ানোর পর ইনিংস ঘোষণা করে দেন নিজে ৪৯ রানে থাকা স্টোকস।

এরপরই প্রতিপক্ষকে দ্রুত গুটিয়ে দিতে থাকে ইংলিশরা। তৃতীয় ওভারে ডেভন কনওয়েকে বোল্ড করেন ওউকস। ৭ম ওভারে তার বলে বিদায় নেন কেইন উইলিয়ামসন। টম ল্যাথাম ও রাচিন রবীন্দ্র দ্রুত ফিরলে ৫৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বসে কিউইরা। দলের চরম বিপদে জুটি বাধেন ড্যারেল মিচেল-টম ব্ল্যান্ডেল। দুজনে মিলে দলকে তিন অঙ্ক পার করার পর ৩২ করে বিদায় নেন মিচেল। বাকি পথে প্রায় একাই রান বাড়িয়েছেন ব্ল্যান্ডেল। ১০২ বলে ১১৫ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। দলের হারের ব্যবধান কমিয়ে ৪২ রান করেন ন্যাথান স্মিথ।

ভারতের আসল সত্য তুলে ধরলেন রোহিত

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

পিংক বল কিংবা লাল বল-টেস্টে প্রথম ইনিংসে রান তোলা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি বোর্ডার গাভাস্কার কাপে সেটির ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছে ভারত। সবশেষ পাঁচ টেস্টের চারটিতেই ২০০ রানের নিচে প্রথম ইনিংসে আটকা পড়েছে দলটি। সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে অর্থাৎ পার্থে সফরকারী তুলতে পেরেছিল ১৫০ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে একটু উন্নতি হয়ে সেটা পৌঁছায় ১৮০ রানে। এর আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পুনে তাদের সংগ্রহ ছিল ১৫০ এবং বেঙ্গালুরুতে থেমেছিল ৪৬ রানে। টেস্টের প্রথম ইনিংসে কেন বার বার হোঁচট খাচ্ছে ভারত। অধঃপতনের কারণই বা কি। দলটির অধিনায়ক রোহিত শর্মা মনে করেন, সম্প্রতি তারা বালো ব্যাটিং করছেন না। সেটা ঘরের বাইরে তো বটে, পছন্দের কন্ডিশন এবং ঘরের মাঠেও। তিনি বলেন, যখন অস্ট্রেলিয়া আসি, তখন মনে হচ্ছিল এখানে জয় তোলার বড় সুযোগ রয়েছে। একই সঙ্গে বোর্ডে রান তোলারও।

অ্যাডিলেডে পরাজয়ের পর তিনি বলেন, 'অ্যাডিলেডের প্রথম ইনিংসে আমরা ৩০-৪০ রান কম করেছি। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া যখন ব্যাটিং করেছে তখনও আমরা সুযোগ (ট্রেভিস হেড ৭৮ রানে একবার জীবন পেয়ে সেটিকে ১৪০ রানে পূর্ণ করেছেন) হাতছাড়া করেছি। স্বাভাবিকভাবে যখন আমরা সুযোগ মিস করেছি,এটি কখনোই সহজ হবে না। একই সঙ্গে প্রতিপক্ষ থেকে এর জন্য মূল্য দিতে হবে। দ্বিতীয় ইনিংসে মনে হচ্ছিল ব্যাটাররা রান পাবে। কিন্তু এখানেও আমরা বাজে ব্যাটিং করলাম। নিজেদের হালচাল নিয়ে ভারত অধিনায়ক বলেন, 'অবশ্যই আমরা বাজে ব্যাটিং করেছি। এটা স্বীকার করে নিচ্ছি এবং একমত যে, ভারতে আমরা ভিন্ন কন্ডিশনে খেলি, যেটা আমরা চাই। তবে এখানকার কন্ডিশন একদমই ভিন্ন। তবে ভারতে আমাদের পছন্দ মতোই উইকেট তৈরি করা হয়। আমরা জানতে পারি কোনটা বিগ স্কোরিং হতে যাচ্ছে। কিন্তু যখনই আমরা বাইরে খেলতে যাই,সেখানে স্কোর করার মতো কন্ডিশন থাকে। প্রত্যাশা মাফিক আমরা রানও পেয়ে থাকি। তেমনই লক্ষ্য করলে দেখবেন, প্রথম টেস্টে আমরা রান পেয়েছিলাম। ব্যাটাররা শতক পেয়েছে, বাকিদের ব্যাটেও রান দেখা দিয়েছে।'

সবশেষ ছয় টেস্টে রোহিত শর্মার ব্যাটিং গড় ১১.৮৩। অন্যদিকে সবশেষ সাত ম্যাচে বিরাট কোহলির এভারেজ ২৬.২৫। পরিসংখ্যান দেখেই স্পষ্ট, দলের সিনিয়র খেলোয়াড়দের রানের জন্য ব্যাপক ঘাম ঝরাতে হচ্ছে। রোহিত অবশ্য বলেন, 'এখানকার কন্ডিশন বেশ চ্যালেঞ্জিং।'

লজ্জার হারের পর শামিকে দলে নিতে চাচ্ছে ভারত!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

মোহাম্মদ শামির ভারত জাতীয় দলে ফেরার বিষয়টি অনেকটা দোলাচলে রয়েছে। দীর্ঘ এক বছর চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকার পর গত মাসে তিনি মাঠে ফিরলেও, এরপর থেকে আছেন জাতীয় দলের পর্যবেক্ষণে। ফিটনেস সংক্রান্ত ছাড়পত্র না পাওয়ায় এই পেসারের দলে ফেরার সম্ভাবনা বারবার পিছিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে ভারত। এরপর অধিনায়ক রোহিত শর্মার সামনে উঠেছে শামির প্রসঙ্গ। যেখানে তার দলে ফেরার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে!

অ্যাডিলেডে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার পিঙ্ক টেস্ট তৃতীয় দিনেই শেষ হয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার নেওয়া ১৫৭ রানের লিড পেরিয়ে মাত্র ১৮ রান করে রোহিতের দল। লক্ষ্য তাড়ায় প্যাট কামিন্সের দল ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে জিতে সিরিজে ১-১ সমতায় ফিরেছে। ম্যাচটিতে ভারতীয় বোলারদের পারফরম্যান্স নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। জাসপ্রিত বুমরাহ ছাড়া আর কেউ প্রয়োজনের সময় জ্বলে উঠতে পারেননি। তাই দলে শক্তি বাড়াতে শামিকে ফেরানোর তাগিদ দিয়েছেন সাবেক ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী।

অ্যাডিলেড টেস্টে হারের পর শামির প্রসঙ্গ উঠলে রোহিত বলেন, 'আমরা তাকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে (ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট) পর্যবেক্ষণ করছি। তার হাঁটু একটু ফুলে গেছে, যে কারণে টেস্ট ম্যাচ খেলার প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটেছে কিছুটা। সেজন্য আমাদের খুব বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, এখানে এনে তার চোট আরও বাড়িয়ে দিতে চাই না। সে লম্বা সময় মাঠের বাইরে ছিল, তাই ১০০ ভাগের বেশি নিশ্চিত হতে চাই তাকে নিয়ে।'

তবে ঠিকই শামির জন্য জাতীয় দলের দরজা খোলা বলেও জানালেন রোহিত, 'আমরা তাকে এখানে ডেকে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার মতো চাপ দিতে চাই না। এখানে পেশাদার পর্যবেক্ষণের বিষয় রয়েছে, আমরা সেখানকার মানুষদের (স্থানীয় কোচিং স্টাফ) কাছ থেকে জানব যে শামিকে নিয়ে তাদের অনুভূতি। প্রতিটি ম্যাচেই তার দিকে নজর রয়েছে, ম্যাচে চারটি ওভার শেষে সে কেমন বোধ করে সেটা উনারা দেখেন। তবে এটা ঠিক যে তার জন্য যেকোনো সময় এখানে (জাতীয় দল) এসে খেলার দরজা খোলা।'

এর আগে ভারতীয় দলের বোলিংয়ে হতাশ হয়ে ভারতীয় কিংবদন্তি ও বর্তমানে ধারাভাষ্যকার রবি শাস্ত্রী বলেন, ওযতটা দ্রুত সে (শামি) এখানে পৌঁছাবে, ততই ভালো। সে ঘরোয়া ক্রিকেটে অনেক ম্যাচ খেলেছে। বুমরাহ ও অন্যদের বোলিং দেখে আপনি চাপটা বুঝতে পারবেন। এখানে বুমরাহ'র ওপর চাপ অনেক বেশি।' ভারতের পরের টেস্টে না হলেও, চতুর্থপঞ্চম টেস্টে অন্তত শামিকে চান শাস্ত্রী, 'আমি মনে করি ব্রিসবেনে তার ফেরাটা দ্রুত হয়ে যায়, সম্ভবত মেলবোর্ন এবং সিডনিতে ঠিক আছে!'

ভারত-অস্ট্রেলিয়ার পরের তিনটি টেস্ট হবে যথাক্রমে ব্রিসবেন (১৪ ডিসেম্বর), মেলবোর্ন (২৬ ডিসেম্বর) ও সিডনিতে (৩ জানুয়ারি)। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে দুই দলের জন্যই সিরিজটি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে নিজেদের শক্তি বাড়াতে শামিকে দলে ফেরাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে ভারত। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালের পর তার পায়ের গোড়ালিতে সার্জারি করা হয়। ফলে এক বছর তিনি ছিলেন মাঠের বাইরে। তবে ওই সময় চোট পুনর্বাসন করেন বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে। ফিটনেস নিয়ে তাদের ছাড়পত্র পেলেই দলে যোগ দিতে পারবেন এই তারকা পেসার।

চোট থেকে ফিরে সম্প্রতি রঞ্জি ট্রফিতে বাংলা দলের হয়ে একটি ম্যাচ খেলেছেন শামি। যেখানে শিকার করেন ৭ উইকেট। এ ছাড়া বর্তমানে চলমান সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ৭ ম্যাচে তার শিকার ৮ উইকেট। বল করেছেন ২৭.৩ ওভার।

অনুশীলনে ফিরলেন ভিনিসিয়ুস

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

শেষ তিনটি ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তার অনুপস্থিতি হাড়েহাড়ে টের পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। তিন ম্যাচের দুটিতেই হেরেছে ক্লাবটি। তবে অবশেষে স্বস্তির খবর পেয়েছে মাদ্রিস্তিতারা। অনুশীলনে ফিরেছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। তার সঙ্গে অনুশীলনে ফিরেছেন দাভিদ আলাদাও।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম দিয়ারিও স্পোর্ত তাদের সংবাদে জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে দলের অনুশীলনে দেখা গিয়েছে ভিনিসিয়ুস ও আলাবাকে। হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি থেকে ধারণার চেয়ে আগেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ভিনি। ধারণা করা হচ্ছে আতালান্তা বা রায়ো ভায়াকানোর বিপক্ষে মাঠে থাকতে পারেন এই ব্রাজিলিয়ান।

অন্যদিকে গত ডিসেম্বরে হাঁটুতে চোট পাওয়ার পর প্রায় এক বছরের মতো মাঠের বাইরে থাকা আলাবার অবশ্য চলতি বছরই মাঠে দেখার সম্ভাবনা কম। তার চোটের ভয়াবহতার কারণে এখনই তাকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে রাজী নয় ক্লাবটি। তবে সাম্প্রতিক সময়ের রিয়ালের ডিফেন্ডারদের একের পর এক চোটে মাসের শেষ দিকেও ফিরতে পারেন এই অস্ট্রিয়ান।

গত ২৪ নভেম্বর লেগানেসের বিপক্ষে ক্লান্তিকর ম্যাচ শেষে স্ক্যান করান ভিনি। তখন তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকবেন বলে জানানো হয়েছিল ক্লাব থেকে। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতায় ১৮ ম্যাচ খেলে ১২টি গোলের পাশাপাশি ৮টি অ্যাসিস্ট করেছেন এই ফরোয়ার্ড।

এদিকে চোট যেন প্রায় জেঁকে বসেছে রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে। নিয়মিতই কেউ না কেউ চোটে পড়ছেন। এই সমস্যা সমাধানে পুষ্টিবিদ ইতজিয়ার গনজালেজ দি আরিবাকে নিয়োগ করেছে ক্লাবটি এই মৌসুমে তাদের সম্মুখীন হওয়া ব্যাপক চোট সমস্যার সমাধান করাই তার কাজ।

এমবাপেকে নিয়ে রোনালদোর ২ মাস আগের সতর্কবার্তা হঠাৎ ভাইরাল

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

৪২, ৩৯, ৪১, ৪৪। পিএসজিতে শেষ চার মৌসুমে কিলিয়ান এমবাপের গোলসংখ্যা। সেখানে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়ে মৌসুমের অর্ধ পথে তার গোল ১০টি। স্পেনে নিজেকে প্রমাণে এখনও ব্যর্থ। এরমধ্যে একাধিক ম্যাচে পেনাল্টি মিস হয়েছেন খলনায়কও। রিয়াল মাদ্রিদে যে কাজটা পিএসজির মতো সহজ হবে না তা দুই মাস আগেই মন্তব্য করেছিলেন ক্লাবটির সাবেক তারকা ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো।

সানমামেসে বুধবার রাতে লা লিগার ম্যাচে অ্যাথলেতিক বিলবাওর কাছে ১-২ গোলের ব্যবধানে হারে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের ৬৮তম মিনিটে রিয়াল যখন ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে তখন পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে সমতায় ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিলেন এমবাপে। কিন্তু মিস করেন এই ফরাসি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও সবশেষ ম্যাচে লিভারপুলের বিপক্ষে প্রায় একই ভাবে নেওয়া পেনাল্টি মিস করেছিলেন। সেই ম্যাচেও হারে রিয়াল।

অ্যাথলেতিক ক্লাবের বিপক্ষে এমবাপের পেনাল্টি মিস করার পর রোনালদোর দুই মাস আগে করা রীতিমতো ভাইরাল হয়ে পড়ে। রিও ফার্দিনান্দের সঙ্গে নিজের ইউটিউবে পর্তুগিজ তারকা বলেছিলেন, 'আমরা দেখব তার মাথা কতোটা পরিষ্কার এবং ঠিক আছে কিনা এবং সে চাপ মোকাবেলা করতে পারে কিনা, কারণ রিয়াল মাদ্রিদ পিএসজি নয়। এটা আমি তোমাকে বলতে পারি।'

'এমবাপে এখন সেখানে (রিয়াল মাদ্রিদে) যাচ্ছেন এবং আপনি বলছেন, তাকে পেয়ে রিয়াল মাদ্রিদ কি ভালো হবে? আমরা জানি না, আমাদের দেখতে হবে। আমি মনে করি রিয়াল মাদ্রিদ শক্তিশালী থাকবে তবে আমি জানি না তারা গত বছরের চেয়ে ভালো হবে কি-না। দেখা যাক। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তবে তাদের দুর্দান্ত একটি দল, দুর্দান্ত খেলোয়াড় রয়েছে,' যোগ করেছিলেন রোনালদো।

অবশ্য কয়েক মাসই হয়েছে রিয়ালে যোগ দিয়েছেন এমবাপে। নতুন মৌসুমে আরও অনেক তারকা খেলোয়াড়ই শুরুতে মানিয়ে নিতে পারেননি। তবে এখন পর্যন্ত যা হয়েছে তাতে রোনালদোর সতর্কবার্তা যে সঠিক তা স্পষ্টত বলা যায়। তবে নিজেকে প্রমাণের আরও সুযোগ পাচ্ছেন এই ফরাসি তারকা।

■ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR